জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপনের হার প্রতি সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।৵০ আনা, এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ।০ আনা, তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৶১০ আনা, ১৲ এক টাকার কম মূল্যে কোন বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় না। বড় স্থায়ী বিজ্ঞাপনের বিশেষ দর পত্র লিখিয়া বা স্বয়ং আসিয়া করিতে হয়।

ইংরাজী বিজ্ঞাপনের চার্জ্জ বাংলার দ্বিগুণ।

জঙ্গিপুর সংবাদের সডাক বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা হাতে ১॥০ টাকা। নগদ মূল্য ৴০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

Registered No. C. 453

সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

হাতে কাটা

বিশুদ্ধ পৈতা

মূল্য ছয় পয়সা

পণ্ডিত-প্রেসে পাইবেন।

৩৮শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ মুর্শিদাবাদ—১০ই পৌষ বুধবার ১৩৫৮ ইংরাজী 26th Dec. 1951 | ৩১শ সংখ্যা

অরবিন্দ এণ্ড কোং

মহাবীরতলা পোঃ জঙ্গিপুর (মুর্শিদাবাদ)

ঘড়ি, টর্চ, ফাউন্টেন পেন, চশমা, সেলাই মেসিনের পার্টস্ এখানে নূতন কিনিতে পাইবেন।

এখানে সকল প্রকার সেলাই মেসিন, ফটো ক্যামেরা, ঘড়ি, টর্চ, টাইপ রাইটার, গ্রামোফোন ও যাবতীয় মেসিনারী সুলভে সুন্দররূপে মেরামত করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

জীবনযাত্রার পাথেয়

আমাদের গৃহ-সংসার কত আশা ও উৎসাহ, কত শান্তি ও সুখের স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। বাপ মায়ের সে স্বপ্ন রূঢ় বাস্তবের আঘাতে ভেঙ্গে যাওয়া অসম্ভব নয়, তাই নিজের জন্যও যেমন তাঁদের দুশ্চিন্তা, ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয়-পরিজনের জন্যও তেমনি তাঁদের উদ্বেগ ও আশঙ্কা—কি উপায়ে তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের উপযোগী সংস্থান করে রাখা যায়? হিন্দুস্থানের বীমাপত্র সেই সংস্থানের উপায় স্বরূপ—প্রত্যেকের আর্থিক সঙ্গতি ও বিভিন্ন প্রয়োজন অনুযায়ী নানাবিধ বীমাপত্রের ব্যবস্থা আছে।

জীবনযাত্রার অনিশ্চিত পথে
জীবন বীমা মানুষের
প্রধান পাথেয়।

হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ

ইন্সিওরেন্স সোসাইটি, লিমিটেড

হেড অফিস—হিন্দুস্থান বিল্ডিংস

৪নং চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা—১৩

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১০ই পৌষ বুধবার সন ১৩৫৮ সাল।

"ভারত মাতার" বরাত

—•—

ছিন্নাঙ্গিনী ভারত মাতা ইংরাজের অধীনতাপাশ হইতে মুক্ত হইলেও তাঁহার দুর্ভাগ্যের শেষ যে কবে হইবে, তাহা ভবিতব্যই জানেন। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজহরলাল নেহেরু কংগ্রেসকে দুর্নীতিমুক্ত করিবার জন্য ভারতীয় কংগ্রেসের সভাপতি ট্যাণ্ডনজীর হাত হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিয়া কংগ্রেসের সভাপতিত্ব গ্রহণ করিলেন। তিনি দিল্লীর উপকণ্ঠে বহু মুদ্রা ব্যয়ে নির্ম্মিত "সত্যবতী" নগরীর অগ্নিদগ্ধ মণ্ডপের ভস্মস্তূপে দাঁড়াইয়া যে ভাষণ দিয়াছেন, তাহা কেবল সাম্প্রদায়িকতার খোয়াবে ভরপুর। তদবধি তিনি যেখানে যে বক্তৃতা করেন, বিশেষতঃ সাধারণ নির্ব্বাচনে ভারত সাম্রাজ্য পরিক্রমার ব্যপদেশে যে স্থানে স্থানে ভোট ক্যানভাসিং বক্তৃতা করিতেছেন, তাহাতেও বোঝা যায় তাঁহার সেই সাম্প্রদায়িকতা 'ফোবিয়া' বোধ হয় ছাড়িবে না। তাঁহার এই একঘেয়ে সাম্প্রদায়িকতার পুনঃ পুনঃ উল্লেখে পাকিস্থানী কাগজগুলি—ভারতে মুসলমানগণ বড় কষ্টে দিনপাত করিতেছে বলিয়া ভারতের বিরুদ্ধে অপপ্রচারের সুযোগ পাইয়াছে। সমস্ত জগৎ আজ প্রধান মন্ত্রীর কথার ক্রটির জন্যই ভারতের উপর ভুল বিশ্বাস স্থাপন করিবে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ধান ভাঙিতে শিবের গীতের মত ভোট ক্যানভাসিংরূপ মহৎ কাজে বাহির হইয়া সাম্প্রদায়িকতার বক্তৃতা করা কতদূর শোভনীয় তাহা প্রত্যেক স্থিরমস্তিষ্ক ব্যক্তিই অনুভব করিবেন।

সাম্প্রদায়িকতার কথা বলিতে বলিতে ভারতের কংগ্রেস সভাপতি মহাশয় (ভারতের প্রধান মন্ত্রী মহাশয়) আর একটী শ্রুতিমধুর বুলি আরম্ভ করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি অম্বালাতে লক্ষাধিক জনতার এক সভায় মহিলাদের পর্দ্দাপ্রথা বর্জ্জন করিয়া ভোটদানের পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"পর্দ্দাপ্রথার যুগ শেষ হইয়াছে। পর্দ্দাপ্রথা তাহারাই রক্ষা করুক, যাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির পুনর্জাগরণের কথা বলে।" ভারতীয় সংস্কৃতি যে তাঁহার চক্ষের বিষ তাহা তাঁহার নিজের পরিচয়ে ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন „আমি শিক্ষায় ইংরেজ, সংস্কৃতিতে মুসলমান আর জন্মগ্রহণের দুর্ঘটনায় হিন্দু '(English by training, Mussalman by culture, and Hindu by accident of birth)' ইহা ছাড়া গত ১৭ই ডিসেম্বর নাগপুরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত শুক্লের গৃহে কংগ্রেস কর্ম্মীদের এক সভায় পণ্ডিত নেহেরু ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে মন্তব্য করিয়াছেন—I have no belief in a culture such as Bharatiya culture"—ভারতীয় সংস্কৃতির মত কোন সংস্কৃতিতে আমার কোন বিশ্বাস নাই।" ভারতের প্রধান মন্ত্রীর মুখে এই কথাগুলি ভারতমাতার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা বলিয়া মনে হয় না কি?

ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁহার বিশ্বাস নাই বা রুচি নাই কিম্বা জ্ঞান নাই বলিয়াই পণ্ডিত নেহেরু "ভারত মাতা" বলিতে কি বুঝাইয়া থাকে তাহার এক অদ্ভুত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। পণ্ডিতজীর এই ভারতীয় সংস্কৃতি বিবর্জ্জিত পাণ্ডিত্যে কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবেন না। তিনি বলিয়াছেন "ভারত মাতা বলিতে ভারতের উচ্চ-নীচ সকল নাগরিক, সকল নরনারী-বালক-বালিকা এবং প্রত্যেক প্রদেশের অধিবাসী ও তাহাদের রীতি-নীতি ইত্যাদি সব কিছুকেই বুঝায়।" যে কোন একজন সংস্কৃত টোলের ছাত্রকে এই প্রশ্ন করিলে সে উত্তর করিত হিন্দু মাত্রেই সাতটী মাতার সন্তান।

আদি মাতা গুরোঃপত্নী ব্রাহ্মণী রাজপত্নিকা।
গাভী ধাত্রী তথা পৃথ্বী সপ্তৈতে মাতরঃ স্মৃতাঃ॥

(১) গর্ভধারিণী (২) গুরুপত্নী (৩) ব্রাহ্মণী অর্থাৎ সেকালের শাস্ত্রজ্ঞ বিধানকর্ত্তা ব্রাহ্মণের স্ত্রী (৪) রাজমহিষী (৫) গাভী (৬) ধাত্রী—আঁতুরের ধাই-মা (৭) পৃথিবী অর্থাৎ যে মাটিতে ভূমিষ্ঠ হওয়া যায়। ভারতে আমরা জন্মগ্রহণ করিয়াছি সেইজন্য ভারতের মা-টি আমাদের মাতা।

এই সংস্কার বা সংস্কৃতি জানা নাই বলিয়া ভারতীয় সংস্কৃতিতে পাণ্ডিত্যহীন পণ্ডিতজী উপস্থিত ক্ষেত্রে অপ্রস্তুত না হইয়া একটা আবল তাবল ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

পণ্ডিতজীর এই ব্যাখ্যা শুনিয়া এক নিরক্ষর অথচ গুরুগিরি ক'রে খায় এমন এক হিন্দুস্থানী পণ্ডিতজীর গল্প মনে পড়িল—ভারতের সব প্রদেশেই তাঁর ভক্ত শিষ্য আছে। পণ্ডিতজীর এক বাঙালী ভক্ত এক বাঙলা অক্ষরে ছাপা সংস্কৃত পুস্তক পড়িতে পড়িতে বলিল—গুরু মহারাজ!

"রামোবচনম্ অব্রবীৎ"

এই কথাটার মানে কি? লেখাপড়া না জানিলেও গুরু মহারাজ অপ্রতিভ হইবার পাত্র নহেন। একটু চোক বুজিয়া থাকিয়া উত্তর করিলেন—রামো তো সিধা বাৎ—ভগবান রামচন্দ্র অযোধ্যাপতি দশরথকা লেড়কা। বচনম্ কি "লছমনম্"। যাঁহা রাম হ্যায় তাঁহা লছমনকো রহানা চাহি। সমঝা? রাম ঔর লছমন্। বাকি হ্যায় অব্রবীৎ। অব্রবী কি 'সীতা মায়িজী'। যাঁহা রাম হ্যায়, লছমন্ হ্যায়, তাঁহা সীতা মায়িকী রহানা চাহি।

শিষ্য এইবার বাকি খণ্ড ৎ দেখাইয়া বলিলেন বাকি ৎ কেন দিল? তখন পণ্ডিতজী অক্ষরটির উপর নজর করিয়া হাসিয়া বলিয়া ফেলিলেন—দেখতা নেহি এহিঠো তো হনুমানজীকা লাঙ্গুল হ্যায়। যাঁহা লাঙ্গুল হ্যায় তাঁহা খোদ মহাবীরকো রহানা চাহি। "রামোবচনম্ অব্রবীৎ" ইস্‌মে চারো মূরতকা বাৎ হ্যায়। রাম, লছমন্, সীতা মায়ি ঔর হনুমানজী। ভক্তগণ পণ্ডিতজীর ব্যাখ্যা শুনিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের সন্তানগণের "বন্দেমাতরম্" মন্ত্রে ভারতমাতার তুষ্টিবিধানের ব্যবস্থাও রদবদল যাঁহারা করেন, তাঁহাদের কর্তৃত্বে ভারতের অদৃষ্টে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।

প্রচার ও পাচার

—•—

সাধারণ নির্ব্বাচনে আত্মপ্রচার বা স্বপক্ষের ঢাক বাজান স্বাভাবিক। কংগ্রেস বাদে অন্য যে কোন দল অতীতের দরবারের বাহাদুরী বা স্বাধীনতা অর্জ্জনের স্পর্দ্ধা করিবার অধিকারী নহেন।

বাংলার জন ৫।৬ দলছাড়া কংগ্রেসী ও এক কমিউনিষ্ট-সভ্য জ্যোতি বোস তাঁহাদের ব্যর্থ প্রয়াসের কথা বলিতে পারেন। গত সাড়ে চার বৎসরে কংগ্রেসী সরকারের বেতনভোগী বড় হইতে ছোট যেখানে সেখানে বক্তৃতা করিয়া দেশে "হেনা কিয়া হ্যায় তেনা কিয়া হ্যায়" বলিয়া যেসব সৎ কাজের ফিরিস্তি দিয়া ভোটার সাধারণের মন ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছেন, এসব কাজের জন্য তাহারা মোটা মোটা বেতন লইয়াছেন। কাজেই ইহা তাঁহাদের হিন্দু বিধবার একাদশীর উপবাসের মত; করিলে পুণ্য নাই না করিলে পাপ। দেশে লোকের কষ্টার্জ্জিত অর্থ হইতেই তাহাদের মাহিনা, যাতায়াতের খরচ সব আদায় করা হয়। যে যে প্রার্থী মুখ নাড়িতেছেন, তাঁহার জন্য কত টাকা সাধারণকে দিতে হইয়াছে, তাহা সরকারী সেরেস্তায় নজর করিলেই সহজে ধরা পড়িবে। সাধারণের নিমক খাইয়া যে যে নিমক হারামী করিয়াছেন, দরবারের কাগজ ঘাঁটিলে তাহাও ধরা পড়িবে।

একমাত্র বাঙলার খাদ্য বিভাগের খাদ্য মন্ত্রী পরিষদে ১৯৪৮-৪৯ এবং ৪৯-৫০ এর চাউল খরিদ বিক্রীর যে তথ্য প্রদান করেন, তাহা হইতেই হিসাব করিয়া একখানি সংবাদপত্র দেখাইয়াছেন প্রথম বৎসর ৫০ লক্ষ মণ এবং দ্বিতীয় বৎসর ৫৮ লক্ষ মণ চাউলের কোন হিসাব নাই। উহা হয় চুরি না হয় অপচয় হইয়াছে। এই সব কাজ ঠিক ঠিক করিবার জন্য তিনি বেতন পান, যদি চুরি বা অপচয় হয়, তাহার জন্য দায়ী কে? যাঁহারা দায়ী তাঁহাদের উপর মামলা বা তাঁহাদের নিকট হইতে আদায় হওয়া উচিত কিনা? উক্ত চাউলের ব্যাপারে সরকারের ১৬ কোটি টাকা লোকসান হইয়াছে। এই টাকা কি অন্নবস্ত্রের কাঙাল ভারতের পক্ষে সামান্য! বাঙলার আশ্রিত বৎসল মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় তো তাঁর দরবারের যে যখন টাকার হিসাব দিতে না পারে, তার পক্ষে সাফাই গাহিয়া ধামা চাপা দিবার চেষ্টা করেন। এর গূঢ় কারণ কি? আজকাল তিনিও কংগ্রেসীদের সুযশের ঢাক ঘাড়ে প্রচারে বাহির হইয়াছেন। পাচারের প্রশ্নে তিনি নাচার হন না বরং সপ্রতিভ।

ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি

(রামপ্রসাদী সুর)

ছেড়ে দে ভাই কেঁদে বাঁচি
কি কুক্ষণে মোর পিছনে লাগলি সব টিকটিকি হাঁচি।

বিদ্যা স্থানে ভয়ে বচ
টাকা নিয়ে বেঁচে আছি—
ঝকমারি করেছি আমি
তোদের কথায় বাঁদর নাচি।
কপি কলে বেঁধে আমায়
টান দিতেছিস্ ধ'রে কাছি
মনে হয় যে পৌঁছে গেছি
যমালয়ের কাছাকাছি।

সহজে ছাড়বো না তোমায়
থাকতে তোমার চুল ক' গাছি।
যত দিন গুড় থাকে ভাঁড়ে—
ছাড়ে কি তায় পিঁপড়ে মাছি।
হেথায় বল্‌ছে লাউড স্পীকার—
সেথায় স্পীকার নিবে যাচি—
যদি হয় প্রয়োজন, সব প্রিয়জন—
সঙ্গে সঙ্গে যাবে রাঁচি।

নিলামের ইস্তাহার

চৌকি জঙ্গিপুর ১ম মুন্সেফী আদালত

নিলামের দিন ২৫শে জানুয়ারী ১৯৫২

১৯৫১ সালের ভিক্রাজারী

৫৩৭ খাং ডিঃ মৌঃ বজলল করিম ফজলে মাওলা দেং মঞ্জুর হোসেন দিং দাবি ৪৩৷৩ থানা সুতী মৌজে অমরপুর ৫-৬ শতকের কাত ১৸৶৫ আঃ ১৫৲ খং ১০২

৫৪৭ খাং ডিঃ ভৌরীলাল বয়েদ দিং দেং শ্রীকান্ত দাস দাবি ১৭৷৵০ থানা সুতী মৌজে ঘোড়াপাখিয়া গাঙ্গিন ৩৭ শতকের কাত ১।১৮ আঃ ৬৲ খং ২১৭

৫৪৮ খাং ডিঃ ঐ দেং বিবি রাহেলা খাতুন নেসা দাবি ১১৸৶৬ মৌজাদি ঐ ।৩ কাঠার কাত ।/৪ আঃ ৩৲ খং ৪

৫১৯ খাং ডিঃ ঐ দেং সুবর্ণলাল সরকার দিং দাবি ৩১৸৯ মৌজাদি ঐ ১৩৪ শতকের কাত ৩৷৵২৷৹ আঃ ১৫৲ খং ৪৯৮

৫৫০ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ১০।৬ মৌজাদি ঐ ১৩ শতকের কাত ৸/০ আঃ ৪৲ খং ৩৫৫

৫৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং ঐ দাবি ৯।৵৬ মৌজাদি ঐ ৮ শতকের কাত ।/০ আঃ ৩৲ খং ৩৫৬

৫৫২ খাং ডিঃ ঐ দেং জয়নাল আবেদিন বিশ্বাস দিং দাবি ৪২৵০ মৌজাদি ঐ ১৭৯ শতকের কাত ৫৷১৮ আঃ ১৮৲ খং ২৯৯

৫৫৩ খাং ডিঃ ঐ দেং দেল আফরোজ দিং দাবি ৪৬৷৵৩ মৌজাদি ঐ ১৯১ শতকের কাত ৬৷৵৪৷৹ আঃ ২৫৲ খং ২৭৫

৫৫৪ খাং ডিঃ ঐ দেং মহম্মদ গুয়াবদুর রহমান দিং দাবি ১৪।৩ মৌজাদি ঐ ৫০ শতকের কাত ১৵১৫ আঃ ৩৲ খং ৩৫০

৫৬২ খাং ডিঃ ঐ দেং মোঃ আমজাদ আলি বিশ্বাস দিং দাবি ৩২৸৵০ মৌজাদি ঐ ৭১ শতকের কাত ৪।/০ আঃ ১৫৲ খং ২৭৬

৫৫৭ খাং ডিঃ ঐ দেং গৌরাঙ্গচন্দ্র সরকার দিং দাবি ৬৩।/৩০ থানা সুতী মৌজে আলমপুর ৩-৩৩ শতকের কাত ৮৷/১৷৹ আঃ ২৫৲ খং ২৪

৬৫০ খাং ডিঃ রায় জ্ঞানেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী বাহাদুর দিং দেং কুমুদিনী মণ্ডলানী দাবি ১৪।/০ থানা রঘুনাথগঞ্জ মৌজে এনায়েতনগর ১২ শতকের কাত ১৸/০ আঃ ২৲ খং ২১ রায় স্থিতিবান

৬৫১ খাং ডিঃ ঐ দেং প্রবোধকৃষ্ণ দাস দিং দাবি ৯।৵০ মৌজাদি ঐ ৯ শতকের কাত ।৵০ আঃ ১৲ খং ৩৪ ঐ স্বত্ব

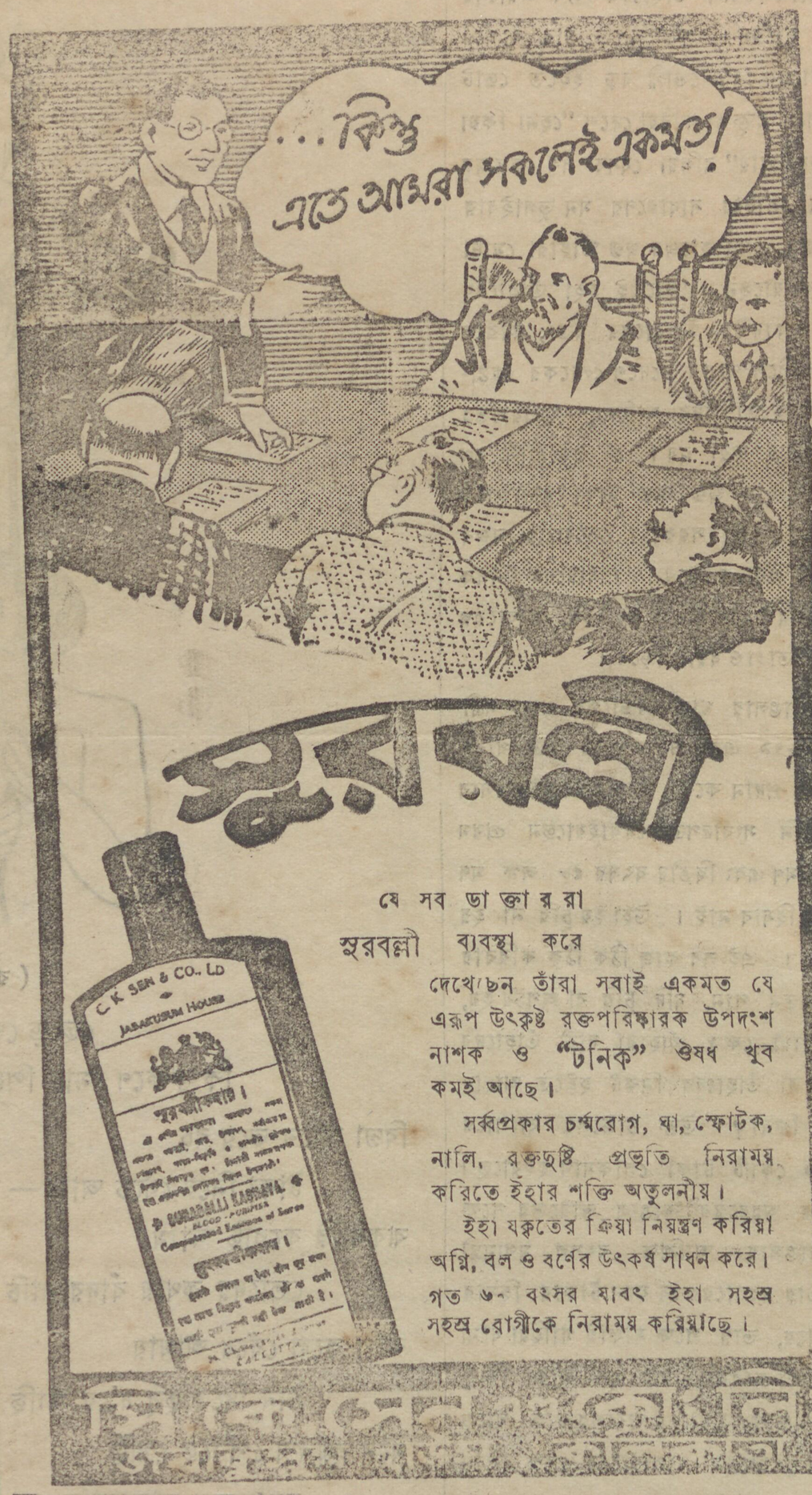

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক
সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত